৭।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ ...

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ ঃ জামাত নেতাসহ গ্রেফতার ৪

পাবনায় দিনভর মুখোশ পরে লড়াই ৩০ জন গুলিবিদ্ধ, বোমাবাজি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক । পাবনা, ১৮ই নভেম্বর।– গতকাল মঙ্গলবার সরকারি বুলবুল কলেজ ও এর আশেপাশে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে দিনভর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয়পক্ষের প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জন গুলিবিদ্ধ এবং অন্যরা বোমা, ককটেল, ইট-পাটকেলের আঘাতে আহত হয়। সকাল ১১টা থেকে দিনব্যাপী শত শত রাউন্ড গুলি, বোমা, ককটেলের শব্দে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। শহরের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ বিরান এলাকায় দু'পক্ষের মুখোশপরা অস্ত্রধারী ক্যাডারদের প্রকাশ্যে বন্দুকযুদ্ধকালে পুলিশ কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে একাধিক রাজনৈতিক নেতা অভিযোগ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেন।

গত সোমবার ছাত্রলীগের উপর শিবিরের হামলার জের হিসেবে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উভয় দল সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এক পর্যায়ে কলেজের অধ্যক্ষ উভয় দলকে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে কলেজের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষের গোলাগুলির সময় ১০/১৫ জন পথচারী গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য দু'দলের গুলিবিদ্ধদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। তবে গুরুতর আহত ৮ জনকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। মাথায় গুলিবিদ্ধ পথচারী শিশু রতনের (৯) অবস্থা সংকটাপন্ন।

বিকেলে একদল ছাত্র জেলা যুব কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক মোঃ এহিয়ার বাসভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও একটি সারের গুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ জেলা জামাতের আমীর মওলানা আবদুর রহিমসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ–সভাপতি সাইদুল হক চুন্নু এক বিবৃতিতে জামাতের এ তান্ডবকে '৭১–এর ধ্বংসযজ্ঞের সাথে তুলনা করে মৌলবাদী জামাত–শিবিরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।